দৈনিক ইনকিলাব 005-A

তারিখ 13 JUL 1986
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

শিক্ষাবিদ জ্ঞানতাপস ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

মুহম্মদ আবদুল খালেক

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জীবনকাল দু'শতকে বিস্তৃত (১০ জুলাই, ১৮৮৫-১৩ জুলাই, ১৯৬৯)। উনবিংশ শতকের নবম দশকে শুরু এবং বিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকে শেষ। ভাষাচর্চা ও জ্ঞান সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভাষা, ভাষাতত্ত্ব বিষয়, ইংরেজী, বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় বহু মূল্যবান রচনা, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ, রচনা ও তথ্যমূলক অজস্র লেখা উপহার দিয়েছেন আমাদেরকে। তাঁর ভাষাতত্ত্বের ওপর তাঁর প্রথম প্রবন্ধের নাম 'Out line of an Historical Grammer of the Bengali Language'। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালে। এরপর ভাষাতত্ত্বের ওপর তিনি বহু প্রবন্ধ লেখেন। বর্ণনাভিত্তিক ভাষাতত্ত্বের বিশেষ অবদান হলো 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। উল্লেখ্য যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা তাঁর ওই ব্যাকরণই বাঙ্গলা ভাষার প্রথম মৌলিক ব্যাকরণ। এর পূর্বে বাংলা ভাষার আর কোন নিজস্ব ব্যাকরণ ছিল না। ডক্টর শহীদুল্লাহর চার বছর পর ১৯৩৯ সালে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাঙ্গলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বিভিন্ন মৌলিক রচনা ছাড়া যে সব উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদি রচনা করেছেন, সেগুলো হচ্ছেঃ 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত', 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (১ম খণ্ড ১৯৫৩, ২য় খণ্ড, ১৯৬৫), বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (তিন খণ্ডঃ সম্পাদনা, ১৯৩৫-৬৮)। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ওই অভিধান সম্পর্কে মন্তব্য করেছেনঃ 'এই অভিধান উপমহাদেশের জ্ঞানরাজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তিস্তম্ভ।'

দিওয়ান-ই-হাফিজ, রুবাইয়্যাত-ই-উমর খৈয়াম শিকওয়াহ ও জওয়াব-ই-শিকওয়াহ প্রভৃতি তাঁর অনূদিত গ্রন্থাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাষা, ভাষাতত্ত্ব, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বহু মূল্যবান ইংরেজী, বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় সৃজনশীল রচনা ছাড়াও তিনি ধর্ম, ধর্মতত্ত্ব ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব সমপর্কে অজস্র রচনা রেখে গেছেন। ভাষা ও জ্ঞান রাজ্যে আজীবন পরিভ্রমণ করে অক্লান্ত সাধনার দ্বারা তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সাহিত্য সাধকদের সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্ব উদ্ঘাটন করেছেন।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা সাহিত্যের প্রতি ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বিশেষ অনুরাগ ও আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও মাতৃভাষা বাংলায় তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ এবং তাঁর সাধনার প্রধান মাধ্যম ছিল মাতৃভাষা বাংলা। মাতৃভাষায় শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সাধনা ও জ্ঞানচর্চা যে জাতীয় প্রতিভার বিকাশ ও জাতীয় সত্তার প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য, সে সত্য ডঃ শহীদুল্লাহ উপলব্ধি করেছেন মর্মে মর্মে। তাই তিনি এক ভাষণে বলেছিলেনঃ 'কোন জাতির উন্নতির মাপকাঠি তাদের ধনৈশ্বর্য বা রণসম্ভার নয়। সাহিত্যেই তাদের উন্নতি ও গৌরবের একমাত্র পরিচায়ক। বিশ্বের সভ্য জাতিদের সাথে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে। যদি এতে আমরা বিজয়ী হতে পারি, তবে সমস্ত বিশ্ব বিজয় অপেক্ষা হবে আমাদের মহা গৌরবময় বিজয়। শান্তিকামী সাহিত্যসেবী আমাদেরকে জ্ঞানরাজ্যের জয়যাত্রার অভিযান করতে হবে। এটাই হবে জ্ঞানগিরির এভারেষ্ট-শিখর বিজয় অভিযান। মাতৃভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে তিনি বলেনঃ 'মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষা কানের ভেতর দিয়ে মরমে গিয়ে পরাণ আকুল করে? মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষার ধ্বনির জন্য প্রবাসীর কান পিয়াসী থাকে? মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষায় কল্পনা সুন্দরী তার মন-মজান ভাবের ছবি আঁকে? কার হৃদয় এত পাষাণ যে, মাতৃভাষার অনুরাগ তার জাগে না? পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করে দেখলে দেখা যায় মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোন জাতি কখনও কি বড় হতে পেরেছে?

মাতৃভাষায় নিবেদিত মহাপ্রাণ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মাতৃভাষায় শিক্ষা, জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য সাধনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আর এক ভাষণে বলেনঃ 'শিক্ষার বাহন যে মাতৃভাষা হবে, তা বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারকে প্রথমেই উপলব্ধি করতে হবে। যা একজনের জন্য ভাল, তা অন্যজনের জন্য ভাল নাও হতে পারে। আমরা ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষা প্রণালী অনুকরণ

দৈনিক ইনকিলাব

5-B

তারিখ 13 JUL 1986
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

করেছি। কিন্তু শিক্ষানীতি গ্রহণ করিনি। পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য দেশে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে কি? সত্বর কিংবা বিলম্বে আমাদের শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হবেই হবে। কতকগুলো অসাহিত্যিক গোঁড়া রাজনীতিক বাংলা অক্ষর ও ভাষাকে গায়েব এবং আইনের জোরে রাতারাতি বদলাতে চাইলেও বাংলা ভাষা প্রবল নদী স্রোতের ন্যায় নিজের মর্জিমত আপনার গতিপথ বেছে নিবে। বাইরের কোন শক্তি তাকে বাধা দিতে পারবে না। ভাষা পরিবর্তনশীল। সুতরাং পরিবর্তন আসবেই। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুসারে। তা কারো হুকুম বা ইচ্ছানুসারে নয়।'

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন যখন উঠেছে, তখন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মাতৃভাষা বাংলা ভাষা দাবীর কথা নির্ভয়ে উত্থাপন করেছেন। ১৯৪৮ সালের রাষ্ট্রভাষা মাতৃভাষা বাংলা এই দাবীর মিছিলে তিনি বগুড়ায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তখন সরাসরি ঘোষণা করেছিলেনঃ 'বাংলাভাষা ও সাহিত্য আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, তা কারও কথায় আমরা ত্যাগ করতে পারি না এবং মাতৃভাষা সর্বত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমি আছি এবং থাকবো।'

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ জিয়াউদ্দীন আহম্মদ হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত প্রকাশের সাথে সাথে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে সুপারিশ করেন। ডঃ জিয়াউদ্দীনের ওই অভিমতের বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু বাংলার জন সাধারণের স্বার্থে শিক্ষিত সমাজ, তরুণ ও ছাত্র সমাজকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে জিয়াউদ্দীনের অভিমতের অসারতা ব্যক্ত করে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ দৈনিক আজাদে প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন, "কংগ্রেসের নির্দিষ্ট হিন্দীর অনুকরণে উর্দ্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য হলে তা শুধু পশ্চাদগমনই হবে। ইংরেজী ভাষার বিরুদ্ধে একমাত্র যুক্তি এই যে, এই ভাষা পাকিস্তানের কোনও প্রদেশের অধিবাসীরই মাতৃভাষা নয়। উর্দ্দুর বিপক্ষেও একই যুক্তি প্রযোজ্য পাকিস্তান ডোমিনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বিভিন্ন। যেমন, পশতু, বেলুচী, পাঞ্জাবী, সিন্দী এবং বাংলা। কিন্তু উর্দ্দু পাকিস্তানের কোন অঞ্চলেরই মাতৃভাষারূপে চালু নয়। যদি বিদেশী ভাষা বলে ইংরেজী পরিত্যক্ত হয়, তবে উর্দ্দুকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোন দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করতে হয়, তবে উর্দ্দু ভাষার দাবী বিবেচনা করা যেতে পারে।" এখানে ডক্টর শহীদুল্লাহ বলতে চেয়েছেন এবং উপলব্ধি করাবার চেষ্টা করেছেন যে, ইংরেজী বিদেশী ভাষা, উর্দুও তাই। ইংরেজী পরিত্যক্ত হলে উর্দুও হবে। তবে যখন উর্দু স্বদেশী ভাষা নয়, তবু একমহল উর্দু চাচ্ছে, তাই উর্দুকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে তিনি মত দেন। উর্দুর দাবী বিবেচনার ক্ষেত্রে তিনি ধর্মের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন নি। এক শ্রেণীর গোঁড়া মুসলমান উর্দুর সপক্ষে মত পোষণ করতে গিয়ে যুক্তি দেখান যে, উর্দুর সাথে ইসলামের যোগাযোগ বাংলার চেয়ে বেশী। ডঃ শহীদুল্লাহ এই ব্যাপারেও দ্বিমত পোষণ করেন। কারণ, তাঁর মতে আরবী ভাষাই বিশ্বের মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা, ধর্মীয় ভাষা হিসেবে উর্দুর কোন স্থান নেই। ডক্টর শহীদুল্লাহ তাঁর প্রবন্ধের শেষাংশে বলেনঃ "বাংলাদেশের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দী ভাষা গ্রহণ করা হলে রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হবে। ডঃ জিয়াউদ্দীন পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার স্বপক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, আমি একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তা কেবল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও নীতি বিরোধীই নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতি বিগর্হিতও বটে।"

উক্ত প্রবন্ধের পর ডক্টর শহীদুল্লাহ 'তকবীর' পত্রিকায় ১৩৫৪ সালে ১৭ পৌষ 'পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার ভাষা সমস্যা' নামে অপর এক প্রবন্ধে বাংলা, আরবী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে পূর্ব-পাকিস্তানের নীতি কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 JUL 1986
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

ঢাকাঃ রোববার, ২৮ আষাঢ়, ১৩৯৩

বাংলা ভাষা সম্পর্কে তিনি বলেন, "হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙ্গালীর জন্য প্রাথমিক শিক্ষণীয় ভাষা অবশ্যই বাংলা হবে। তা জ্যামিতির স্বীকৃত বিষয়ের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ। উন্মাদ ব্যতীত কেউই এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে পারে না। এই বাংলাই হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা।"

আরবী ভাষা সম্পর্কে তিনি বলেনঃ "মাতৃভাষার পরেই স্থান ধর্মভাষার, অন্ততঃ মুসলমানের দৃষ্টিতে। এই জন্য আমি আমার প্রাণের সমস্ত জোর দিয়েই বলব, বাংলার ন্যায় আমরা আরবীও চাই।"

ইংরেজী অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে চালু রাখার স্বপক্ষে সুপারিশ করে তিনি বলেনঃ "ইংরেজী, ফরাসী, জার্মানী, ইতালীয়ান বা রুশ ভাষাগুলির মধ্যে একটি ভাষা আমাদের উচ্চশিক্ষার পঠিতব্য ভাষারূপে গ্রহণ করতে হবে। এই সব ভাষার মধ্যে অবশ্যই আমরা ইংরেজীকেই বেছে নেবো। এর কারণ দু'টি (১) ইংরেজী আমাদের উচ্চশিক্ষিতদের নিকট পরিচিত (২) ইংরেজী পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত আন্তর্জাতিক ভাষা। আমি এই ইংরেজীকেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে বজায় রাখতে প্রস্তাব করি।"

উপরোক্ত অভিমতগুলো থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞানতাপস শিক্ষাবিদ ভাষাচার্য ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রথম মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। বাংলাকে

৮-এর কঃ শেষ দেখুন

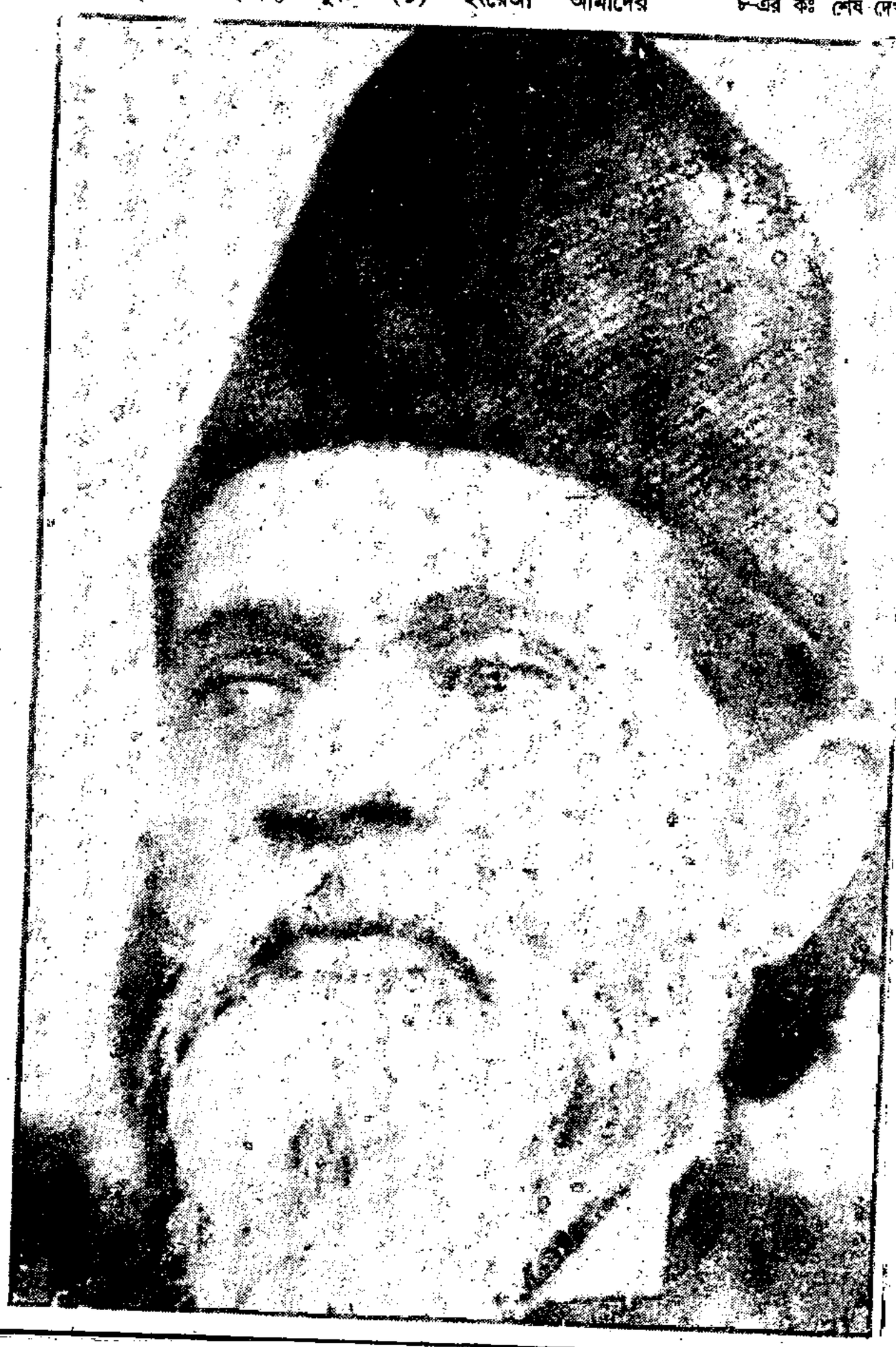

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

রাষ্ট্রভাষা করার জন্য তাঁর যে সংগ্রামী ভূমিকা ছিল তাও দেখা যায় ভাষা আন্দোলনের মিছিলে তাঁর নেতৃত্বদানের মধ্যে।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কখনও সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। জাতীয়তাবোধ এবং জাতীয়তাবাদকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের নবজাগরণের চেতনা তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। খাঁটি মুসলমান ও খাঁটি ধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে তার ব্যক্তিত্বে অস্তিত্বময় করে তুলেছেন। তাই তিনি জাতীয়তাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক সকল আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি সাম্প্রদায়িতার ঊর্ধ্বে উদার মানবতাবাদী ছিলেন। এক্ষেত্রে ইসলামের উপর সার্বজনীন মানবতাবাদী জীবন দর্শনই তাঁর মানস গঠনে সহায়ক হয়েছিল।